কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রাবণ সন্ধ্যায় এক স্বপ্ন সুন্দরী

সেদিন শ্রাবণে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছিল। সে ছিল পরম সিক্ত। একই ত্রি-চক্রযানে আমার সহযাত্রিণী। কোথায় ছিল কে জানে। দৌড়ে এসে চড়ে পড়ল, একেবারে আমার পাশটিতে। শ্রাবণের ধারা বড় লজ্জায় ফেলেছে তাকে। শরীরের নানান ওঠা, নামা, সকল ঋজু, বঙ্কিম রেখা, দাগ-অদাগ বড় বেশি প্রকট তার ভেজা বসনে। আড়ালের অবকাশ নেই। তাই কিঞ্চিৎ জড়সড়ো।

তাকাব না, তপস্যায় এমন জোর নেই আমার। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতেই হল। খানিক ভাবলেশহীন চাউনি তার। ঈষৎ লালের আভাসও যেন দেখলাম গালে। প্রথমদিকের ভাবলেশহীন চাউনিকে ছাপিয়ে ধীরে ধীরে এক বিরক্তি ছাইছে ভমর কালো চোখে, ভ্রুযুগলে, এক চিলতে কপালে। বোধকরি বৃষ্টির জন্য।

বয়স কত হবে আন্দাজ করা কঠিন। তবে যৌবন বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। তার পাতলা অধর, মায়াবী চোখ যেন ভালবাসার জন্য উন্মুখ। কপালের ছোট্ট টিপটি কেমন এক স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে। যেন বলছে, বাঁচো আমাকে মনে করে।

কী নাম হতে পারে এর? ভালবাসে কি কাউকে? একে নিয়ে কেউ স্বপ্ন দেখে না এমন তো হতে পারে না। হয়তো আমিই দেখব আজ সারারাত ধরে।

এতক্ষণে চেতনা ফিরল আমার। একনাগাড়ে অমন করে চেয়ে থাকা শিষ্টাচার বহির্ভূত মনে হল দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে গেলাম। তা ছাড়া সামনে চালকের দুপাশে থাকা আয়না দুটি দিয়ে তো তাকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে ফেরাতে দিল না। বলল, বৃষ্টিটা থামবে না মনে হচ্ছে।

বললাম, হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। আকাশ এখনও মেঘে কালো হয়ে আছে।

সে আবার করুণ মুখে বলল, এত অসুবিধা করে না।

কী করে বোঝাই তাকে। তোমার অসুবিধে করলেও কত লোকের চোখকে যে আরাম দেয় সে কি বুঝতে পার না সুন্দরী?

তার কথার উত্তরে হাসলাম। সেও হাসল। তার ভিজে শরীর আমাকে প্রবলভাবে ছুঁয়ে। একেবারে ডানদিকে আমি। মাঝে সে। তার ওপাশে এক নির্লিপ্ত তৃতীয় পুরুষ এই ত্রি-চক্রযানের স্বল্প পরিসরে আমরা বড়ই আন্তরিক, বড়ই ঘনিষ্ঠ।

বেশিদূর গেল না সে। তাকে নিয়ে আমার স্বপ্ন যখন প্রায় সাজিয়েই ফেলেছি, বারিসিঞ্চিত সন্ধ্যায় যখন তার সিক্ত শরীরের ওমে আমি ক্রমেই উষ্ণ হচ্ছি তখনই হঠাৎ আমার স্বপ্নকে ছিঁড়েখুঁড়ে, আমাকে পুনরায় শীতলতায় ডুবিয়ে তাকে নামতে হল।

একবার ভাবলাম বলি, তুমি বড় নিষ্ঠুর ওগো। এমনভাবে স্বপ্ন ছেঁড়ে কেউ কখনও? কিন্তু বলা হল না। তার আগেই ভাড়া মিটিয়ে সে অদৃশ্য। যানের পেছনের আসনে

আমরা দু-জন। এতক্ষণের তৃতীয় পুরুষ এখন দ্বিতীয় পুরুষ। তবে একইরকম নির্লিপ্ত, উদাহীন। কিছু ভাবনায় যেন ডুবে আছেন। কিন্তু কিসের ভাবনায়? আমারই মতো স্বপ্ন সুন্দরীর স্বপ্নে নয়তো? হয়তো আমারই মতো সারারাত সুন্দরীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবেন।

স্বপ্ন-সুন্দরীকে নামিয়ে দিয়ে অটোরিক্সাটি সিকি কিলোমিটারও যায়নি দ্বিতীয় পুরুষ (একটু আগের তৃতীয় পুরুষ) চিৎকার করে উঠলেন, আমার মোবাইল।

চালক প্রবল বেগে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘুরে তাকাল। আমিও তাকালাম চমকে উঠে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার মোবাইলটা হাওয়া। ওই মেয়েটা নিয়ে পালিয়েছে।

আমি রীতিমতো অবাক। কথা ফুটছিল না মুখ দিয়ে। কোনরকমে বললাম, কোথায় ছিল আপনার মোবাইল?

ভদ্রলোক থরথর করে কাঁপছেন রাগে, উত্তেজনায়। বললেন, আরে প্যান্টের এই বেল্টের সঙ্গে লাগানো খাপে ছিল। দেখুন না, খাপটা খালি। কী ডেঞ্জারাস মেয়ে। আপনার চেনা তো?

সেরেছে, আমাকে কি মেয়েটার দলের লোক ভাবছে নাকি? আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না, না, আমার চেনা হবে কেন? আমার চেনা নয়।

-আপনার সঙ্গে কথা বলছিল যে...

-সে তো এমনি হঠাৎই বলল, বোধহয় ভাব জমাবার চেষ্টা করছিল। আজই প্রথম দেখলাম।

-তাহলে আপনার পকেটগুলো দেখুন, সব ঠিক আছে কিনা?

-তাই তো।

পাঞ্জাবির পকেটে একবার হাত ঢুকিয়ে বললাম, নেই। গেছে।

-কি? মোবাইল?

-না, পার্সটা। পাঞ্জাবির সাইড পকেটে ছিল।

-উফ্ ভাবুন একবার। হাতের কাজটা দেখুন। এক ঝটকায় দু-দুজনকে সাফাই করে দিল। আমি যাই। মোবাইল গেছে। থানায় একটা কমপ্লেন করতে হবে। আসবেন নাকি?

বললাম, চলুন।

অটোর চালক বলল, হাতের কাজটা দেখলেন, চেহারার চটকটা দেখলেন না। ওই চটকেই তো আপনাদের মাত করে দিল।